দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৩ ...

চাই মানসম্মত শিক্ষা ও সৃজনশীল প্রজন্ম

আসাদুজ্জামান কাজল

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ পত্র-পত্রিকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের গণহারে জিপিএ-৫ পাওয়া ও অধিক হারে পাস করার বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করতে পারছে বলেই মনে হচ্ছে। জিপিএ-৫ চাই, নাকি গুণগত শিক্ষা চাই—এ বিষয়ে কয়েক বছর ধরেই দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসহ সচেতন নাগরিক সমাজ উদ্বেগ প্রকাশ করে আসলেও বিষয়টি সরকার গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেনি বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে নতুন করে সমালোচনার ঝড় উঠেছে দেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশনে জিপিএ-৫ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর। দেশের শিক্ষার মান ব্যাপকভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ভর্তিচ্ছুদের অত্যন্ত খারাপ করার পর। ওই ভর্তি পরীক্ষায় এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাত্র ২১.৫ শতাংশ সফল হয়েছিল 'ক' ইউনিটে, ৯.৫৫ শতাংশ 'খ' ইউনিটে, ২০.৬১ শতাংশ 'গ' ইউনিটে, ১৬.৫৫ শতাংশ 'ঘ' ইউনিটে এবং ৩.১০ শতাংশ শিক্ষার্থী 'চ' ইউনিটে সফল হয়েছিল। উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের ৬৬ শতাংশ মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া তো দূরের কথা, পাস মার্ক অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়। তখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, কম শিক্ষার্থীদের পাস করানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইচ্ছাকৃতভাবে খুব কঠিন প্রশ্ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতিকে ত্রুটিপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। যে শিক্ষার্থী মহান বিজয় দিবস কবে তা জানে না, দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নাম জানে না, তাকে কোন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিলে সে পরীক্ষায় মেধাতালিকায় স্থান পাবে- তা বোধগম্য নয়।

প্রশ্নগুলোর উত্তর না জানা দোষের কিছু না। কিন্তু, সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনকারী একজন শিক্ষার্থী এরকম অতি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে- এটাই স্বাভাবিক। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী বিজয় দিবস কবে তা জানবে না, রাষ্ট্রপতি কে তা জানবে না, দেশের জনসংখ্যা কত তা জানবে না- এটি খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার, একই সঙ্গে অত্যন্ত দুঃখজনক। পরীক্ষায় ১২টি প্রশ্ন পড়ে তার মধ্য থেকে যদি ৮টিই কমন পাওয়া যায়, অথবা পরীক্ষার আগের রাতে প্রশ্নপত্রটি যদি ফেসবুকে পাওয়া যায়, তাহলে কষ্ট করে ১২টি প্রশ্নের উত্তরও মুখস্থ করার দরকার নেই। বিজয় দিবস কবে বা রাষ্ট্রপতির নাম কি সেটাও জানার দরকার নেই। এর চেয়ে কম্পিউটারে বসে ফেসবুক-ইন্টারনেটে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সন্ধান করাই ভালো!

আবার পরীক্ষার হলে বসার আগেই পরীক্ষার্থী যদি জানতে পারে, তাদেরকে শতভাগ পাস করিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি স্কুলে চিঠি পাঠানো হয়েছে; যে পরীক্ষক শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করাতে ব্যর্থ হবেন তাকে শাস্তিস্বরূপ পরবর্তীতে উত্তরপত্র মূল্যায়নের সুযোগ দেওয়া হবে না; গণিতের একটি প্রশ্ন কিভাবে সমাধান করা হয়েছে সেটা বিবেচ্য নয়, উত্তর মিললেই নম্বর দিতে হবে- তাহলে পরীক্ষার্থী এটা ভাবতেই পারে যে, বিজয় দিবসের তারিখ ঠিক কবে তা জানা না থাকলেও চলবে, শুধু মাসের নাম জানা থাকলেই নম্বর পাওয়া যাবে!

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ধারণা, জিপিএ-৫ পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াসহ ভালো চাকরি জোগাড় করা সহজ হয়। অবশ্যই পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু শিক্ষার মানের কথা না ভেবে, শিক্ষার্থীর স্রষ্টা প্রদত্ত অন্তর্নিহিত মেধা বিকাশের চেষ্টা না করে, কোচিং সেন্টার ও জিপিএ-৫ বিশেষজ্ঞ গৃহশিক্ষকদের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে পরীক্ষার ঠিক কয়েকদিন পূর্বে কিছু বিদ্যা গলাধকরণ করে জিপিএ-৫ অর্জনের যে মেকি সাফল্য হাত উঁচু করে ভি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তা কোনো বিবেচনায়ই সুখকর বা আনন্দের নয়। উচ্চ ফলাফল অর্জনকারী এসব শিক্ষার্থী নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য তো নয়ই, দেশের উন্নয়নেও কোনো অবদান রাখতে পারবে না।

এখন প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাচ্ছে। সর্বোচ্চ মেধাবীদের মূল্যায়ন করার বা তাদের চিহ্নিত করার কোনো পদ্ধতি রাখা হচ্ছে না। সর্বোচ্চ মেধাবী যেমন জিপিএ-৫ পাচ্ছে, মধ্যম গোছের একজন শিক্ষার্থীও জিপিএ-৫ পাচ্ছে। আবার জিপিএ-৫ পাওয়া অনেক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। পাসের উচ্চ হার ও ভালো ফলাফলের রেকর্ড তৈরি করে সরকার যদি শিক্ষাক্ষেত্রে তার সফলতা অর্জন করার কথা প্রচার করতে চায় তবে তা হবে আত্মঘাতী। একটি প্রজন্মের মেধা ধ্বংস করার জন্য দায়ী থাকবে এরকম

উদ্ভট ও অযৌক্তিক পরিকল্পনা।

কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের ছবিসহ গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন ও মাঝে মাঝে অসত্য ঘটনা বলেও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী চালিয়ে দিচ্ছেন। অনেক শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া না করে এই আশায় থাকে যে, প্রশ্ন ফাঁস হবে, পরীক্ষার আগের রাতে পড়লেই হবে। অনেক অভিভাবকও সন্তানের ভালো রেজাল্টের আশায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কি-না পরীক্ষার আগের দিন তার সন্ধান নিতে দেখা যায়।

শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির প্রসার ও মুখস্থ বিদ্যার চর্চা থেকে তাদের মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে সরকার সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করলেও সৃজনশীল শিক্ষক কি সরকার তৈরি করতে পেরেছে? সবার আগে প্রয়োজন সৃজনশীল ও মেধাবী শিক্ষক। কারিগর ভালো না হলে তার তৈরি পণ্যও ভালো হয় না! দ্রুত গতিতে পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এবং দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি উদ্যমী, সৃজনশীল, যুক্তিশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম যারা উন্নয়নমুখী চিন্তাধারা ধারণ ও লালন করে। পরীক্ষায় গণহারে জিপিএ-৫ পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এই প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব নয়। চাই মানসম্মত শিক্ষা।

● **লেখক : প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**
ইমেইল: md.asaduzzaman90@yahoo.com